দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৮

শেরপুরে উপবৃত্তির টাকা ছাত্রীরা পাচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শেরপুর।– সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা ও গাফিলতির কারণে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, এসব ছাত্রীরা লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জানুয়ারী ৯৪ থেকে 'সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট'–এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রকল্পের শর্তানুযায়ী ছাত্রীদের ৪৫ ভাগ নম্বর এবং ৭৫ দিন ক্লাসে উপস্থিতিসহ অবশ্যই অবিবাহিত হতে হয়। কিন্তু দেখা যায় এক বছর যেতে না যেতেই গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপবৃত্তি প্রাপ্ত অনেক ছাত্রী বিবাহিত হয়ে গেছে, ৪৫ নম্বরের স্থলে ৩০ ভাগও নম্বর তুলতে পারেনি।

আবার, সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের একশ্রেণীর কর্মচারীর গাফিলতির কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ছাত্রীর হিসাব খোলা হলেও ঐসব হিসাবে টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। জেলার অধিকাংশ স্কুলের ছাত্রীরা এ টাকা পায়নি। কিনাইগাতী থানার একমাত্র একতা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৪ জন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী এবং কিনাইগাতী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সঞ্চিতা উপবৃত্তির টাকা পায়নি।

এ ব্যাপারে একতা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, ব্যাংকে হিসাব খোলা সত্ত্বেও ঐ ১৪ জন ছাত্রীর একাউন্টে কোন টাকা বরাদ্দ আসেনি। ফলে ছাত্রীরা টাকা না পাওয়ায় তাদের অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে উপবৃত্তির টাকা বিতরণকারী রূপালী ব্যাংক শেরপুর শাখার ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, জেলার বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের নামে খোলা হিসাবে টাকা বরাদ্দই আসেনি।